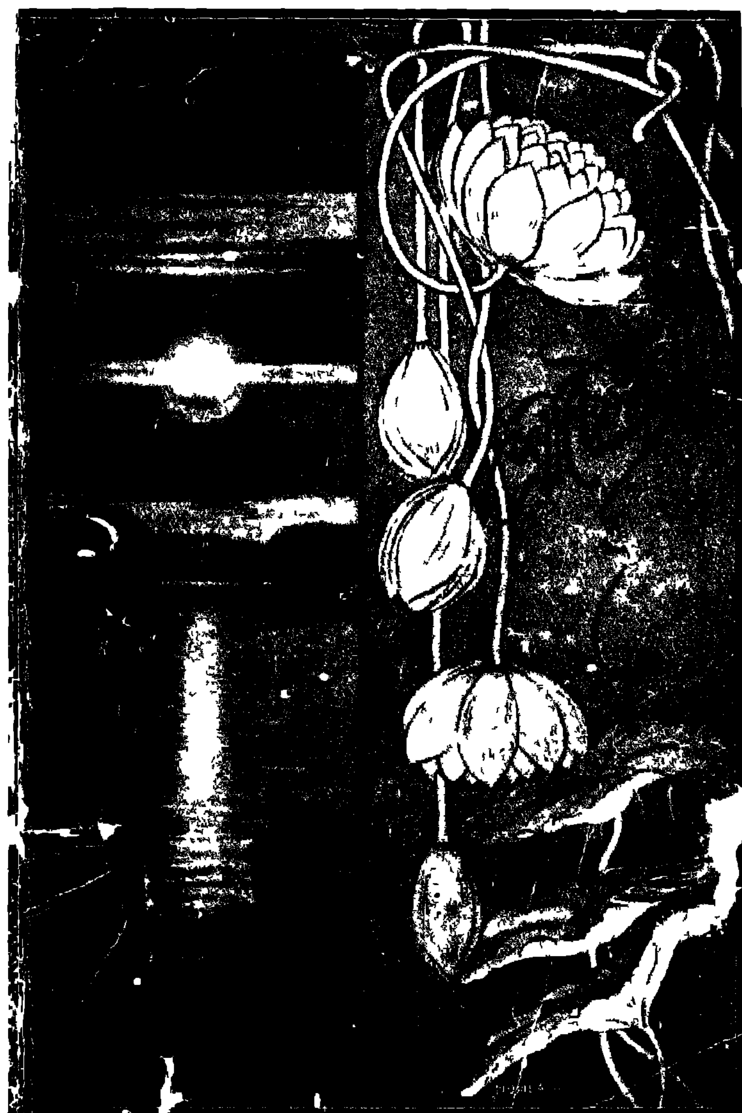


শ্রীচৈতন্য।



কলিপাবন, পতিত-তারণ, যুগাবতার,

নবদ্বীপ-চন্দ্র শ্রীচৈতন্যদেবের

পূতলীলা-গ্রন্থ।

নদীয়া-কাহিনী হইতে পুনর্মুদ্রিত]



নদীয়া-কাহিনী, সতীদাহ, শ্রীগৌরাঙ্গ

প্রভৃতির লেখক

শ্রীকুমুদনাথ মল্লিক

প্রণীত।

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

প্রকাশক

শ্রীআশুতোষ ধর।

আশুতোষ লাইব্রেরী ৫০।১ কলেজষ্ট্রীট্

কলিকাতা।

১৩২৪।

মূল্য ॥০ আট আনা।

চিত্রাবলী।

শ্রীচৈতন্য।

প্রথম মুদ্রাঙ্কন ১৩২০।
দ্বিতীয় মুদ্রাঙ্কন ১৩২৪।

কুমুদ বাবুর অন্যান্য পুস্তক

নদীয়া-কাহিনী	২॥০
শ্রীগৌরাঙ্গ	॥০
সতীদাহ	১৲
চাঁদমুখ	।০
হজরত মোহাম্মদ	।০
মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র (যন্ত্রস্থ)	

ঢাকা
"আশুতোষ প্রেসে"
শ্রীরেবতীমোহন দাস দ্বারা মুদ্রিত।



তবে মহাপ্রভু সর্ব্বজগতের প্রাণ, নাপিত আনি [illegible] যথে যখন, ক্ষুর দিতে নাপিত সে চাঁচর চিকুরে,

[illegible] কান্দয়ে [illegible] মাথে হাত [illegible] ক্রন্দন মাত্র করে ।

শ্রীচৈতন্য



শ্রীশ্রীহরিপ্রেম লোক-শিক্ষার্থ পৃথিবীতে একবার পূর্ণমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। উহা চৌদ্দশত সাত শকের শুভ ফাল্গুনী পূর্ণিমায় পূতসলিলা ভাগিরথী-তীরস্থ নবদ্বীপ নগরে। এই নবদ্বীপ নগরী বর্ত্তমান কলিকাতা মহানগরী হইতে প্রায় সত্তর মাইল উত্তরে অবস্থিত, কিন্তু এখন যেমন জাহ্নবী-স্রোত উহার পূর্ব্বদিক দিয়া প্রবাহিত, তখন তাহা ছিল না, তখন নবদ্বীপ নগরী গঙ্গার পূর্ব্বতটে অবস্থিত ছিল এবং সমগ্র সভ্যজগতে উহা তখন বিদ্যালোচনা ও শাস্ত্রচর্চ্চার কেন্দ্রস্থল

বলিয়া সমাদৃত ছিল। দেশদেশান্তর হইতে অসংখ্য ভক্ত ও ছাত্র আসিয়া ইহাকে এক মহাতীর্থে পরিণত করিয়াছিল। এই মহাতীর্থে জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্যের পূর্ণ পরিণতি শ্রীশ্রীচৈতন্য দেব অবতীর্ণ হইয়া আপনার প্রেমময়-লোকপাবনী লীলা প্রকাশ পূর্ব্বক প্রেমামৃত বিতরণে পৃথিবীর পাপ-তাপ অপহরণ করেন।

যে সময়ে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, সে সময়ে নবদ্বীপ তথা সমগ্র বঙ্গদেশ নীরস, ভক্তিহীন শাস্ত্রচর্চ্চায় বিভোর। তন্ত্রের নামে, ধর্ম্মের নামে, দেশ যথেচ্ছাচার, ব্যাভিচার ও সুরাস্রোতে ভাসমান। সোমরস পান, অকারণ পশুহনন, দেব-দ্বিজে অভক্তি তখন সংক্রামকরূপে বঙ্গদেশ গ্রাস করিতে বসিয়াছিল। আবার তখন দেশাধিপতি মুসলমানগণের নিদারুণ অত্যাচারে হিন্দুর ধর্ম্ম ও

হিন্দুর সামাজিক অবস্থাও অতি শোচনীয় ভাব ধাবণ করিয়াছিল। তাই এই কালে যবনের অত্যাচায উপেক্ষা করিযা, ন্যাযাধ্যাপকের কূট তর্ক-জাল ছিন্ন ভিন্ন কবিযা, জ্ঞান-চর্চ্চার পরম ফল-স্বরূপ, ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ এবং সংসারকে "জীবে দযা ও নামে রুচি" শিক্ষা দিতে নবদ্বীপ-চন্দ্র শ্রীশ্রীশচীতুলাল শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হইযাছিলেন।

শ্রীচৈতন্যব ভাগ্যবান পিতার নাম শ্রীজগন্নাথ মিশ্র। পুবন্দর তাঁহার আর এক উপাধি ছিল। তাঁহাব আদি নিবাস শ্রীহট্টে। তাঁহারা বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি অধ্যযনার্থ বাণীর প্রিয নিকেতন নবদ্বীপে আগমন করেন এবং পাঠ সমাপনান্তে নবদ্বীপবাসী নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীব সর্ব্ব-সুলক্ষণা কন্যা "শান্তমূর্ত্তি" শচী-দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া নবদ্বীপেব যে পল্লীতে

শ্রীহট্টিযাগণ বাস কবিতেন, সেই পল্লীতে বসতি স্থাপন কবেন।

শচীর গর্ভে জগন্নাথেব পর:পব আটটী কন্যা জন্ম গ্রহণ কবেন। কিন্তু সকলেই অল্প বযসে গতাসু হযেন। শিশু কন্যাগণেব শোকে যখন ব্রাহ্মণদম্পতি ম্রিযমাণ, তখন তাঁহাদের একটী পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ কবেন। পিতা আদব কবিযা এই রূপবান পুত্রেব "বিশ্বরূপ" নাম-কবণ কবেন। বযোবৃদ্ধি সহকাবে এই পুত্র সর্ব্ব শাস্ত্রাদিতে উত্তমরূপে ব্যুৎপন্ন হযেন। বিশ্বরূপেব ষোডশবর্ষ বযঃক্রম কালে শ্রীনিমাই জন্ম পবিগ্রহ কবেন।

যে শুভ নিশিতে শ্রীচৈতন্যদেব জন্ম পরিগ্রহ কবেন; সেটী সুনির্ম্মল ফাল্গুণী পূর্ণিমা এবং যে মুহূর্ত্তে তিনি ভূমিষ্ট হযেন, তখন চন্দ্রগ্রহণ হইযাছিল, সুতরাং সমগ্র হিন্দুস্থান তখন চিবপ্রচলিত

প্রথানুযাযী দান-ধ্যানাদি সৎকর্ম্মে বত এবং মঙ্গল-সূচক হুলুধ্বনি ও হবিধ্বনিতে তখন সমস্ত নদীযা মুখবিত। এইরূপ অনন্ত-কণ্ঠ-নিঃসৃত হরিধ্বনির মধ্যে "সিংহবাশি, সিংহলগ্ন, উচ্চগ্রহগণে, ষডবর্গ, অষ্টবর্গ, সর্ব্ব শুভক্ষণে", জগন্নাথ মিশ্রেব নবদ্বীপস্থ ভবনে, নিম্বমূলস্থ সুতিকাগৃহে শ্রীগৌবাঙ্গ ভূমিষ্ঠ হযেন। সুতিকাগাবে ডাকিনী, পিশাচ ও উপদেবতাব কুদৃষ্টি হইতে বক্ষা কবিতে মেযেবা তাঁহাব "নিমাই" নাম বাখেন। পববর্ত্তী জীবনে অসংখ্য ভক্ত কর্ত্তৃক তিনি সহস্র নামে আখ্যাত হইলেও, সুতিকাগৃহেব এই আদবেব নাম তাঁহাব প্রিযজনে এক দিনও ভুলে নাই। জগন্নাথ অন্নপ্রাশন কালে পুত্রেব নাম বাখিলেন "বিশ্বম্ভব", উপনয়ন কালে তাঁহাব আব একটি নাম হইল "গৌবহবি"। ভক্তগণ তাঁহার "শ্রীগৌরাঙ্গ" নাম বাখিযাছিলেন এবং তাঁহাব সর্ববশেষ নাম হইযাছিল "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"।

শচীদুলাল পিতৃগৃহে শুক্লপক্ষীয় শশীকলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। এই অলৌকিক সুবর্ণলাঞ্ছিত সু-উজ্জ্বলবর্ণশালী, সুঠাম-গঠন ও মনোহর ভঙ্গিমাশালী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অপ্রাকৃত শিশুটী ঠিক অন্যান্য শিশুর ন্যায় ছিল না; শিশু ক্রন্দন করিতেছে, কিছুতেই প্রবোধ মানিতেছে না, সহস্র যত্ন বিফল হইয়া যাইতেছে, তখন একবার হরিধ্বনি কর, শিশু অমনি উৎকর্ণ হইয়া শুনিবে, মায়ের ক্রোড়ে স্থির হইয়া রহিবে। এইরূপে শিশু নিমাই বাড়িতে লাগিলেন।

তাঁহার বয়োবৃদ্ধির সহিত শৈশবের দুরন্তপনাও ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে প্রভু পঞ্চম বৎসরে পদার্পণ করিলে, জগন্নাথ পুত্রকে পাঠশালায় দিলেন। যে একাগ্রতায় শচীদুলাল শৈশবে চাপল্যক্রীড়া করিয়াছেন, সেই একাগ্রতায় এখন তিনি পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। এই

বাল্য চাপল্য



‘উচ্ছিষ্টেব গর্ত্তে তাক্ত হাণ্ডীব উপব
দাডায়ে আছেন সুখে প্রভু বিশ্বম্ভব,
শচী কহে কেন তুমি অশুচী ছুঁইলা
‘’ঙ্গাস্নান কব যাই অপবিত্র হইলা ।

শ্রীচৈতন্য চকিতামৃত’

সময় জগন্নাথের সংসারে এক মহাদুর্দ্দৈব উপস্থিত হইল। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বরূপ এখন যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়াছেন। শান্তিপুর-নিবাসী ভাগবতাচার্য্য শ্রীঅদ্বৈত-সকাশে সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ হইয়া ও ভাগবতাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া, সংসারেব অনিত্যতা তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমুল হওযায়, যখন তাঁহার জনকজননী তাঁহার বিবাহেব উদ্যোগে ব্যস্ত হইলেন, তখন সংসারবিরাগী বিশ্বরূপ এক দিন গভীর নিশায গৃহত্যাগ করতঃ সন্ন্যাস গ্রহণ কবিলেন। বৃদ্ধ পিতা মাতা উপযুক্ত পুত্র বিরহে বিহ্বল হইলেন ও অনুক্ষণ তাঁহার নাম ধরিযা রোদন করিতে লাগিলেন।

কালে তাঁহাবা দুর্ল্লভ পুত্ররত্ন বিশ্বম্ভরের মুখচন্দ্র অবলোকনে বিশ্বরূপেব শোক ভুলিতে চেষ্টা কবিলেন। এই সময় হইতেই শ্রীনিমাইযের দৌরাত্ম্য ও চাপল্য একেবারে অন্তর্হিত হইল এবং

তিনি ধীর ও শান্ত ভাবে পিতামাতার সেবাশুশ্রূষায় ও পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহারাও ক্রমে নিমাইয়ের গুণে মুগ্ধ হইয়া বিশ্বরূপের বিরহ-ব্যথা একেবারেই ভুলিয়া গেলেন। বৃদ্ধ মিশ্র এইকালে পুত্রের এইরূপ অনন্যসাধারণ জ্ঞান-স্পৃহা দেখিয়া সাহ্লাদে তাঁহাকে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ব্যাকরণ পড়িতে দিলেন। শীঘ্রই অলৌকিক মেধা-বলে ও অসাধারণ অধ্যবসায়-গুণে তিনি গঙ্গাদাসের টোলের সর্ব্বপ্রধান ছাত্র হইয়া উঠিলেন। এই সময় তাঁহার বয়স মাত্র নয় বৎসর, সুতরাং জগন্নাথ তাঁহার উপনয়ন দিবার আয়োজন করিলেন। এই উপনীত কালে মুণ্ডিতকেশ রক্ত-বস্ত্র-পরিহিত নবীন ব্রহ্মচারীকে যখন পিতা শাস্ত্রসম্মত ক্রিয়াদির পর কর্ণে মন্ত্র দিলেন, তখন শিশু নিমাই আবিষ্ট হইয়া হুঙ্কার ও গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, এবং অবিলম্বে মূর্চ্ছিত

হইযা ধবায় পতিত হইলেন। সকলে দেখিলেন, তখন সেই দেব-শবীব হইতে অলৌকিক তেজ বাহিব হইভেছে ও অশ্রু, পুলক, বৈবর্ণাদি অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব পুনঃ পুনঃ দেহে সঞ্চাবিত হইতেছে এবং অবিবল ধাবায নযন হইতে আনন্দাশ্রু বহিযা পৃথিবী সিক্ত হইতেছে। উপস্থিত পণ্ডিত-মাণ্ডলী নিমাযেব এই আবেশ ভাব দেখিযা স্তম্ভিত হইলেন এবং তাঁহাব দেহে যে গোপাল বিবাজ কবিতেছেন, ইহাই সকলের ধাবণা হইল। তাই তাঁহাবা সেইক্ষণ হইতে নিমাযেব "গৌরহবি" নামকবণ কবিলেন।

নিমাইযের একাদশ বর্ষ বযঃক্রম কালে ভাগ্যবান মিশ্র জগন্নাথ ইহ ধাম ত্যাগ কবিলেন। পিতৃবিযোগে বালক নিমাই মহাদুঃখে নিপতিত হইলেন, কিন্তু দুঃখে পডিযাও তাঁহাব বিদ্যানুবাগ কিছুমাত্র হ্রাস হয নাই, ববং এই সময হইতে

তিনি আবও নিবিষ্টচিত্তে পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন। এই অল্প বযসে ঘবে বসিযা নিমাই একখানি ব্যাকবণের টিপ্পনী লিখিযাছিলেন। উহা সেই তদানীন্তন নবদ্বীপেব ন্যায বিদ্বজ্জন-সমাজে এবং পূর্ব্ববঙ্গেব সর্ব্বত্র বিশিষ্টরূপে আদৃত হইযা-ছিল। ব্যাকরণ পাঠ সমাপনান্তে ন্যাযশাস্ত্র অধ্যযনেব নিমিত্ত তিনি বাসুদেব সার্ব্বভৌমের টোলে প্রবেশ করিলেন। সার্ব্বভৌমের চতু-ষ্পাঠী তখন নদীযার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান, শত শত বিদ্যার্থী তাঁহার টোলে অধ্যযন কবিতেন। এই সকল ছাত্রগণেব মধ্যে দীধিতির গ্রন্থকার মিথিলার গর্ব্বখর্ব্বকারী রঘুনাথ তখন সর্ব্বপ্রধান। কিন্তু এই বালক নিমাইযেব সর্ব্বতোমুখী প্রতিভায় তিনিও শীঘ্র মলিন হইযা পডিলেন।

এই সমযে চতুর্দ্দিক হইতে এই রূপবান সুপণ্ডিত সুপাত্রের উপর কুমারী কন্যাগণের

পিতামাত্রেরই দৃষ্টি পড়িল। শচী দেবীও পুত্রকে বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ করিতে ব্যস্ত হইলেন এবং অনতিবিলম্বে নবদ্বীপনিবাসী বল্লভ আচার্য্যের সাক্ষাৎ কমলাস্বরূপা কন্যা লক্ষ্মীদেবীর সহিত পুত্রকে পরিণয়-সূত্রে বদ্ধ করিলেন।

এই সময়ে নিমাই মুকুন্দ সঞ্জয় নামক জনৈক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণের সুবৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপে স্বয়ং এক চতুষ্পাঠী স্থাপনা করিলেন। শীঘ্রই এই তরুণ অধ্যাপকের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল এবং অসংখ্য ছাত্র নিত্য নিত্য যোগদান করতঃ তাঁহার চতুষ্পাঠী পূর্ণ করিল। এইরূপে দিন দিন তাঁহার টোলের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই সময়ে নবদ্বীপের বিদ্বজ্জন-সমাজ আলোড়িত করিয়া নবদ্বীপের জ্ঞানগরিমাকাশে দিগ্বিজয়ীরূপী এক ধূমকেতুর আবির্ভাব হইল। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব

কাশ্মিরী ভারতবর্ষীয় যাবতীয় পণ্ডিত-প্রধান স্থান জয় করতঃ বহুপরিকর ও শিষ্য সমভিব্যাহারে নদীয়ায় উপস্থিত হইলেন। নবদ্বীপের যশোহরণ করিয়া বিদ্যারাজ্যে একচ্ছত্রী হওয়াই তাঁহার অভিলাষ। তিনি নবদ্বীপে "অটোপটঙ্কারে" ঘোষণা করিলেন,—"যদি কোন পণ্ডিত সাহসী হন, তবে আমার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হউন, নতুবা সমগ্র নবদ্বীপ আমাকে জয়পত্র লিখিয়া দিউন।" সরস্বতীর সাক্ষাৎ বরপুত্র কেশবের সহিত বিচার করিতে হইবে ভাবিয়া, নবীন ও প্রবীণ সমস্ত অধ্যাপক ভীত হইলেন। বুঝিবা এতদিনে নবদ্বীপের যশোহানি হয় কিন্তু তরুণ নিমাই সহাস্য আস্যে গঙ্গাতীরে তাঁহার সহিত বিচারে দিগ্বিজয়ীকে পরাস্ত করিয়া নদীয়ার যশঃ-শ্রী অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। দিগ্বিজয়ীও পরাজিত হইয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া দণ্ড-কমণ্ডলু ও কৌপিন গ্রহণ

পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ ভজনে প্রাণার্পণ করিলেন। দিগ্বিজয়ী বিজয়ের পর হইতেই প্রভু নবদ্বীপের সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হয়েন।

এই তরুণ অধ্যাপকের অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভামণ্ডিত হাস্যে ও শ্লেষে যখন নবদ্বীপস্থ সমগ্র বিবুধজন ব্যতিব্যস্ত, যখন ব্যাকরণ ও ন্যায়ের অতলগর্ভে ভক্তির কথা ডুবিয়া যাইতেছিল, তখন এক দিন এমন একটা ঘটনা সংঘটিত হইল যে, নিমাইয়ের জীবনের স্রোত অন্য পথে প্রধাবিত হইল। এই সময়ে এক দিন নিমাই যখন সশিষ্য রাজপথে যাইতেছিলেন, তখন মুকুন্দ দত্তও গঙ্গাস্নানে যাইতেছিলেন। মুকুন্দ চট্টলবাসী এক জন বৈদ্যকুমার, নবদ্বীপে অধ্যয়নার্থ আগমন করেন এবং কিয়দ্দিন প্রভুর সহপাঠীও ছিলেন। এক্ষণে সর্ব্বশাস্ত্রের কচ্‌কচি পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ ভক্তিমার্গের পথিক হইয়া পরম হরিভক্তি

পরায়ণ হইয়াছিলেন এবং স্থগায়ক বিধায় অদ্বৈ-তের সভায় কীর্ত্তন করিতেন। মুকুন্দ হঠাৎ নিমাইকে রাজপথে দেখিয়া পাছে বহির্মুখ সম্ভাষণ করিতে হয়, এই ভয়ে তটস্থ হইলেন ও অন্যপথে প্রস্থান করিলেন। পরম মেধাবী নিমাই তাহা বুঝিতে পারিয়া শিষ্যগণকে কহিলেন "দেখ দেখ, মুকুন্দ আমাকে অবৈষ্ণব মনে করিয়া পলাইয়া গেল, কিন্তু তোমাদিগকে বলিয়া রাখিতেছি

"এমন বৈষ্ণব আমি হইব সংসারে,
অজভব আসিবেক আমার দুয়ারে॥"

এই সময় হইতেই শ্রীনিমাই ধর্ম্মাচরণে মনো-নিবেশ করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থ তাঁহার কণ্ঠস্থ থাকিলেও তিনি ভক্তির যাজনা একদিনও করেন নাই। এক্ষণে এই ঘটনার পর হইতেই তাঁহাতে একজন শুদ্ধাচারী বৈষ্ণবের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। এই সময়ে

পরম ভাগবত শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সহিত প্রভুর মৈত্রি জন্মে এবং দুইজনে সর্ব্বদা ভক্তিশাস্ত্র-পঠন ও ভক্তি-কথা-প্রসঙ্গে কালাতিপাত কবিতেন। কিন্তু ঈশ্বরপুবী শীঘ্রই নবদ্বীপ ত্যাগ কবিয়া তীর্থ ভ্রমণে যাত্রা কবেন। এখন নিমাইয়েব বয়স অনতিক্রান্ত বিংশতি বৎসর। এই অল্প বযসেই তাঁহাব আচার্য্যখ্যাতি দিগদিগন্তে পরিব্যাপ্ত হইযাছিল। এই সময়ে দযাল প্রভু একবার পূর্ব্ববঙ্গ পরিভ্রমণে ইচ্ছা করেন, এবং জননী ও পত্নী শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবীর নিকট বিদায লইযা সশিষ্য পূর্ব্ববঙ্গে যাত্রা করেন, এবং শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম ও পদ্মাতীরবর্ত্তী স্থানসমূহ পরিভ্রমণ করিযা সজ্জন, দুর্জ্জন, আচারী, বিচারী, পতিত, অধম, নীচ, কাঙ্গাল, যে যেখানে ছিল, সকলকে অকাতরে হরিনাম-নিধি বিলাইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করি-

লেন। নিমাই ঘরে ফিরিয়া মাতৃচরণে প্রণত হইলেন। পরে যখন শুনিলেন যে, তাঁহার প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী তাঁহার বিচ্ছেদকালের মধ্যে সর্প-দংশনে বৈকুণ্ঠলাভ করিয়াছেন, তখন কিয়ৎ-কাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক শোকাকুলা জননীকে প্রবোধ দিলেন। মাতা আপাতঃ দৃশ্যে প্রবুদ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু সরলমতি পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাবনায় বিশেষ চিন্তিত হইলেন। তাঁহার আন্তরিক ভয়, পাছে বিশ্বরূপের ন্যায় নিমাইও সংসারে বীতরাগ হয়। বিশেষ পুত্রের এই নবযৌবনে তাঁহাকে বন্ধনহীন অব-স্থায় সংসারে রাখিতে শচী মাতার বড় ভয় হইল, তাই অনতিবিলম্বে নিমাইয়ের দ্বিতীয় বার বিবাহ দিতে তিনি উদ্যোগী হইলেন। মাতৃ-অনুরক্ত শিশুপ্রকৃতি নিমাইও মাতৃ-আদেশে রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের সুশীলা কন্যা সাক্ষাৎ

লক্ষ্মীরূপিণী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পাণিগ্রহণ করিলেন।

বিবাহের পব প্রায দুই বৎসর কাল নিমাই নবদ্বীপের টোলে অসংখ্য ছাত্রকে বিদ্যাদান করতঃ স্থিবভাবে সংসারে থাকিযা শচীব মনে হর্ষোৎ-পাদন করিলেন। এই সমযে, অর্থাৎ তাঁহার একবিংশতি বর্ষ বযসে এক দিন তিনি পিতৃঋণ পরিশোধার্থ গযাক্ষেত্রে যাইবার নিমিত্ত শচীব অনুমতি প্রার্থনা কবিলেন। স্নেহমযী শচীদেবী এ বিষযে পুত্রকে নিষেধ করিতে পারিলেন না, তাই সঙ্গে নিমাইয়ের মেসো চন্দ্রশেখর ও তাঁহার কতিপয শিষ্যকে প্রেবণ করিলেন। তাঁহারা আশ্বিন মাসে বাটী হইতে বাহির হইযা পদব্রজে বহুপথ অতিক্রম কবিযা শ্রীধাম গযা প্রবেশ করিলেন। এই পবিত্র গযাক্ষেত্রে তাঁহার সহিত পূর্ব্বপরিচিত ভাগবতাগ্রগণ্য শ্রীপাদ্ ঈশ্বরপুরীর

মিলন হইল। ভক্ত পুরীর ভক্তির উচ্ছ্বাস দর্শনে ভক্তাবতাব নিমাই ব্যাকুল হইযা পডিলেন। ভক্তিময ঈশ্বরপুবীব দেবমূর্ত্তি তাঁহার চক্ষে অপার্থিব প্রতীযমান হইল; আর অমনি আকুলকণ্ঠে ব্যাকুল হৃদযে তিনি পুরীর নিকট দশাক্ষর মন্ত্র গ্রহণ কবিযা সুগম্ভীব, সুপবিত্র, সুমহান্, সুমধুর কৃষ্ণপ্রেমসাগবে নিমজ্জিত হইলেন। পরে শ্রীমন্দিরে শ্রীপাদপদ্ম দর্শনে আসিলে গযালী বিপ্রগণ ভক্তিগদগদকণ্ঠে যখন শ্রীপদেব প্রভাব বর্ণনা করিলেন, তখন সেই বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত, অজ-ভবপূজিত, যোগিগণ-দুর্লভ শ্রীপদ দেখিতে দেখিতে প্রেমাবেশে শ্রীনিমাই একেবারে মূর্চ্ছিত হইযা শ্রীপুরীর বক্ষে পতিত হইলেন। পরে সঙ্গীগণেব যত্নে যখন মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল, তখন অজস্র পুলকাশ্রু, গোমুখী-নিঃসৃত গঙ্গাম্বুধারানিভ তাঁহার নয়ন বহিয়া বদনে, বদন হইতে বক্ষে, বক্ষ হইতে

সহস্র ধারায ধরায পতিত হইয়া, সেস্থানকে জলময় করিল। উপস্থিত সকলে সেই পবিত্র বারিতে স্নাত হইয়া জীবনে সর্ব্বপ্রথম এরূপ আশ্চর্য্য প্রেমবিকাশ ও অপূর্ব্ব অশ্রুপাত দর্শন করিতে লাগিলেন। যখন কাঁদিতে কাঁদিতে আর্ত্ত-কণ্ঠে নিমাই চন্দ্রশেখরাদি সঙ্গিগণকে কহিলেন "তোমরা দেশে প্রত্যাবর্ত্তন কর, আমি সংসারে যাইব না, আমি প্রাণেশের উদ্দেশে মথুরায চলিলাম, আমার বৃদ্ধা জননীকে তোমরা সান্ত্বনা করিও,"। তখন তাঁহারা বড়ই বিপদে পড়িলেন, পরে বহুযত্নে অনেক প্রবোধ দিয়া ও একরূপ বল প্রকাশ করিযাই তাঁহারা এই আবেশময় ভক্তির প্রতি-মাটিকে পৌষ মাসের শেষ ভাগে নবদ্বীপে ফিরাইয়া আনিলেন।



মধ্যলীলা

নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সকলে দেখিলেন, সেই উদ্ধতের শিরোমণি নিমাইয়ের পূর্ব্ব ভাব একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে। গৃহে আসিলেও নিমাই গয়ার সেই সুমধুর স্মৃতি মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। পরন্তু এই সময়ে তাঁহাতে প্রেমোন্মাদের লক্ষণ সমুদায় প্রকাশ পাইল। এই দিব্য প্রেমোন্মাদের মধ্যে যখন বাহ্য জগৎ তিনি একরূপ বিস্মৃত প্রায়, তখন এক দিন তাঁহার অসংখ্য ছাত্র, তাঁহাকে বেষ্টন করতঃ পাঠ গ্রহণ করিতে আসিল। তিনিও সকলকে পাঠ দিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু সে সময়ে তিনি যাহা কিছু ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, সে সমস্তই হরিপক্ষে হইতে লাগিল, এভাবও আবার তাঁহার অধিক দিন স্থায়ী হইল না।

অল্প দিনের মধ্যেই তিনি ছাত্রগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিযা সর্ব্বকালের জন্য কৃষ্ণপ্রেমসাগরে ভাসমান হইলেন। তাঁহার ভাগ্যবান শিষ্যগণও সেই দিন হইতে তাঁহাব ভক্তশ্রেণী মধ্যে গণ্য হইলেন এবং তাঁহাদের লইযা তিনিও অপূর্ব্ব নাম-কীর্ত্তন সৃষ্টি করিলেন। শীঘ্রই এই শুভ-সংবাদ নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে প্রচারিত হইল, আব শ্রীবাসাদি ভক্তগণ আসিযা একে একে তাঁহার পার্শ্বে মিলিত হইতে লাগিলেন। এই শ্রীবাসের গৃহেই নিমাই হরিসভা স্থাপন করিলেন ও সমস্ত দিবাবাত্রি হবিগুণ কথন, ও নাম সংকীর্ত্তনে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

এইরূপে প্রতিদিন নিতাই, অদ্বৈত, হরিদাস, গদাধর, শ্রীবাস, মুরারী, মুকুন্দ, নরহবি, পুরুষোত্তম, পুণ্ডরীকবিদ্যানিধি, গঙ্গাদাস, দামোদর, গোবিন্দ, দাসুঘোষ, বক্রেশ্বব, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি শত শত

ভক্ত আসিযা প্রভুব সহিত মিলিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলে যখন প্রেমে মত্ত হইযা শ্রীবাসের আঙ্গিনায় নাম কীর্ত্তনে বত হইতেন, তখন নবদ্বীপস্থ কতকগুলি কুচরিত্র অসূযাপবাযণ ব্যক্তি বহির্দ্দেশ হইতে নানাবিধ অত্যাচার ও চীৎকার করিযা তাঁহাদিগের তপে বিঘ্ন জন্মাইতে লাগিল। এই দলের প্রধান ছিল দুই বন্ধু। তাহারা সাধাবণতঃ জগাই মাধাই নামে খ্যাত। ইহাদের মত পাতকী তখন সমগ্র নদীযায আর ছিল না। ব্রাহ্মাবংশে জন্মগ্রহণ করিযা তাহারা পাপের শেষ সীমায উপনীত হইয়াছিল, তাই দযাল নিত্যানন্দ ও হরিদাস, ইহাদের উদ্ধাবার্থ দৃঢ সংকল্প করিলেন। এক দিন নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ যখন জীবে নাম বিলাইযা ফিরিতেছিলেন, তখন জগাই ও মাধাই আসিযা সহসা তাঁহাদের আক্রমণ করিল। মাধাই একটী ভগ্ন কলসীর

জগাই-মাধাই



'ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য গোমাংস ভক্ষণ
ডাকা চুরি পর গৃহদাহেস সর্ব্বক্ষণ,
দিবানে নাহিক দেখা বলয়ে কোটাল,
মদ্য মাংস বিনা আর নাহি যায় কাল।'

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

কাণা লইযা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মাথায এমন দারুণ আঘাত করিল যে, তাঁহাব মস্তক হইতে অজস্র শোণিতধাবা বহিতে লাগিল। নিতাই সে দারুণ আঘাত উপেক্ষা কবিযা প্রেমবিহ্বল হৃদয়ে মাধাইকে বক্ষে লইতে উদ্যত হইলে মদোন্মত্ত মাধাই আবার তাঁহাকে প্রহার কবিতে আসিল। শ্রীনিত্যানন্দের দেবদুর্লভ চরিত্র-বলে পাষাণও বিগলিত হইল। জগাই এতাবৎ মন্ত্রমুগ্ধবৎ মাধাইয়ের কার্য্য দর্শন করিতেছিল, এক্ষণে যখন দেখিল,সে পুনরায় শ্রীনিত্যানন্দকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন ক্ষিপ্রগতি আসিয়া বজ্র-মুষ্টিতে মাধাইযেব হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাহাকে ভৎর্সনা করিল। লোকে আসিযা যখন প্রভুকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিল, তখন তিনি লোক-শিক্ষার্থ যৎপরোনাস্তি কোপ প্রকাশ করিযা,সেই দুই পাষণ্ডকে শাস্তি দিতে উদ্যত হইলে, অক্রোধী

পরমানন্দ শ্রীনিত্যানন্দ আসিযা প্রভুর নিকট তাহাদের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা কবিলেন। প্রভুব কৃপায এই দুই মহাপাতকী ব্রহ্মাব দুর্লভ পদ প্রাপ্ত হইল।

জগাই মাধাইযেব ন্যায ধনশালী, দুর্দ্দান্ত ও প্রবলপ্রতাপান্বিত ব্যক্তিদ্বয়ের এইরূপ অভাবনীয পবিবর্ত্তনে যদিও অনেকের চিত্ত আলোড়িত হইল, তথাপি দুই চারি জন খলস্বভাব ব্যক্তি কিছুতেই শ্রীগৌবাঙ্গের এরূপ নির্ভীকতা ও সম্মান সহ্য করিতে পাবিল না, তাহাবা তদানীন্তন নদীযার মুসলমান কাজীব নিকট যাইযা তাঁহার বিরুদ্ধে কত প্রকার অভিযোগ কবিল। কাজীও স্বীয স্বাভাবিক দৈত্য-প্রকৃতি বশে চালিত হইযা নবদ্বীপে সংকীর্ত্তন নিষেধাজ্ঞা প্রচাব কবিল। তখন হরিনামমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তের কারণে উদ্বিগ্ন হইযা প্রচার করিলেন যে, "তিনি অদ্যই

কাজী দমনে গমন করিবেন, ভক্ত যে কেহ আছেন, আসিযা মিলিত হউন।" শ্রীমুখ হইতে এই অদেশ প্রচাব হইবামাত্র বিদ্যুৎগতি এসংবাদ দিকে দিকে বাষ্ট্র হইল, আব অমনি অপরাহ্ন সময়ে একে একে, দশে দশে, শতে সহস্রে, লক্ষ লক্ষ লোক এক এক দীপ ও তদুপযুক্ত তৈলাদি লইযা প্রভুর বাটী বেষ্টন করিতে লাগিল। কাজী এতাবৎ উদ্বিগ্ন হইলেও বিশেষ ভীত হযেন নাই। এক্ষণে যখন সেই অসংখ্য কণ্ঠের হরিধ্বনি ক্রমে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, তখন তিনি ভযে অস্থির হইযা উঠিলেন ও সদলে পলাযন করিতে চেষ্টা কবিলেন, কিন্তু এই লক্ষ লক্ষ প্রেমাবিষ্ট ভক্তের চক্ষু হইতে, ঐ উজ্জ্বল আলোকে অল্প সংখ্যক মুসলমান কোথায পালাইবে? সুতবাং কাজী আর প্রচ্ছন্নভাবে থাকা বৃথা মনে করিযা গললগ্নীকৃতবাসে দীনভাবে

শ্রীগৌরাঙ্গের পদে শরণ লইল, তখন অক্রোধী শ্রীগৌরাঙ্গ লৌকিক ক্রোধ অপসারণ করিযা কাজীকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। এই কাজীর সমাধি আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান মাযাপুর গ্রামের অদূরে উত্তরপূর্ব্ব কোণে বিদ্যমান রহিযাছে। একটী সুবৃহৎ গোলোক চাঁপার বৃক্ষ ঐ সমাধির উপর জন্মিযা সুশীতল ছাযা দানে কবরটীকে শীতল রাখিযাছে। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে এই কাজীর নাম ছিল "মৌলানা-সিরাজ-উদ্দিন" কথিত আছে, ইনি নদীযায কাজী পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের শিক্ষক পদে নিযুক্ত ছিলেন।

এইরূপে প্রভু কাজী দমন পূর্ব্বক হরিধ্বনি দিয়া তাহার অসংখ্য ভক্তবৃন্দকে আশ্বস্ত করিলেন, এবং নবদ্বীপে নাম-মাহাত্ম্য পূর্ণরূপে স্থাপনা করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই অপূর্ব্ব



ঘটনার পর হইতে গৌরহরির বাহ্যজ্ঞান ক্রমশঃই হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল। এখন কখন নামরসে বিভোর থাকেন, আবার কখন আবিষ্ট হইযা বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন পূর্ব্বক ভক্তবৃন্দের পূজার্চ্চনা গ্রহণ কবেন। কখন বা নানাবিধ অলৌকিক ক্রিযাব দ্বারা সকলকে চমৎকৃত কবেন। শ্রীবাসের মৃত পুত্রের প্রাণদান, সদ্য-রোপিত বৃক্ষ হইতে অলৌকিকরূপে ফলোৎপাদন, সদ্য অসাধ্য ব্যাধি বিনাশ, স্পর্শ মাত্রেই অপ্রেমিকের প্রেমলাভ ইত্যাদি কত শত অত্যা-শ্চর্য্য ব্যাপার এই সময় সংঘটিত হইতে থাকে। কিন্তু সেই অলৌকিক প্রেমময হৃদযের অপূর্ব্ব ভাবোচ্ছ্বাসের নিকট এ সকলের মুল্য কি? এই সমষ তাঁহার বয়ঃক্রম চতুর্ব্বিংশতি বৎসর মাত্র। এই বয়সে তাঁহার প্রেমবৈকল্য সাতিশয বৃদ্ধি পাওয়ায়, তাঁহার দেহ-চেষ্টাদিও তিরোহিত

হয, এমন কি দিবারাত্রির প্রভেদজ্ঞানও একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যায, এবং তিনি সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণপ্রেমে তন্ময়তা লাভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সংসারে বিরাগ উপস্থিত হইল, এবং দীন-দয়াল প্রভু আসমুদ্র হিমাচল সমগ্রদেশে প্রেম বিলাইতে, বিশেষতঃ বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ী ও সন্ন্যাসীগণের সান্নিধ্যলাভ করিতে, এবং মূর্খগণের মন হইতে বিদ্বেষ ভাব দূর করিতে কঠোর সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ বাসনা করিলেন। ১৪৩১ শকে (১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে) উত্তরায়ণ সংক্রান্তির গভীর নিশায গোপনে গৃহত্যাগ করতঃ মাঘের দারুণ শীত উপেক্ষা করিয়া, সন্তরণে গঙ্গা পার হইয়া, শ্রীগৌরাঙ্গ কাঞ্চন নগরে (কাটোয়ায) উপস্থিত হইয়া, শ্রীকেশব ভারতীর সহিত মিলিত হইলেন। ভারতী কিছুদিন পূর্ব্বে একবার নবদ্বীপে গিয়াছিলেন। তখন শ্রীনিমাই তাহার

নিকট সন্ন্যাস গ্রহণেব প্রস্তাব কবেন, সুতরাং তাঁহাকে দেখিবামাত্র তিনি তাঁহার সকল্প বুঝিতে পারিলেন। এই সময়ে শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীগদাদর, শ্রীমুকুন্দ, শ্রীচন্দ্রশেখবাচার্য্য, ও শ্রীব্রহ্মানন্দ ঠাকুব প্রভুর অনুসন্ধানে বাহির হইযা কাটোযায় প্রভুব সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহারা এবং সমবেত অসংখ্য জনশ্রেণী কাতরকণ্ঠে তাঁহাকে এই দারুণ সংকল্প পরিত্যাগের জন্য কত অনুবোধ উপবোধ করিলেন, কিন্তু গৌবেব দার্ঢ্য দেখিযা অবশেষে তাঁহাবা সকলেই নিরস্ত হইলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ, চন্দ্রশেখর আচার্য্যের প্রতি বিধিযোগ্য সমস্ত অযোজনের ভারার্পণ করিলেন। সমস্ত আয়োজন শেষ হইলে শুভ সংক্রান্তিতে যখন শ্রীগৌরাঙ্গের মস্তক মুণ্ডনেব জন্য ক্ষৌরকারকে আহ্বান করা হইল, তখন সেই নরসুন্দর, প্রভুর অলৌকিক রূপ-গুণে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার মস্তক

স্পর্শে সাহসী হইল না। পরে প্রভুর নিকটে আশ্বস্ত হইয়া ও বর পাইয়া সেই শোকাবহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিল। এইরূপে প্রভু ক্ষৌরকার্য্য সমাধা করতঃ গঙ্গাস্নান পূর্ব্বক ভারতীর নিকট সন্ন্যাস মন্ত্র গ্রহণ কবি লন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর প্রভুব আব এক জগন্মঙ্গল নাম হইল "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"। দীক্ষার পর প্রভু প্রেমাবেশে আবিষ্ট হইয়া হুঙ্কার কবিতে লাগিলেন ও বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য হইযা যদৃচ্ছা গমন করিতে লাগিলেন। পরে কিয়দ্দিবস পথে পথে হবিনাম-নিধি বিলাইয়া প্রথমে ফুলিয়ায হরিদাসের আশ্রমে, পরে শান্তিপুর অদ্বৈত আচার্য্যেব গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভক্তবৃন্দ এমন কি, তাঁহার পূর্ব্ব নিন্দুকগণও প্রভু সন্ন্যাসগ্রহণ করিযা অতি নিকটেই আসিযাছেন শুনিযা, প্রভুকে দেখিতে ফুলিয়া ও শান্তিপুরে আসিয়া মিলিতে লাগিলেন।



ন কবি

বভ্‌ নহিব উদ শ্রী৮চ

তখন সমস্ত শান্তিপুরে এক হরিধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই শুনা যাইতেছিল না। সেই সংখ্যাতীত ভক্তকণ্ঠের হরিধ্বনিতে তখন শান্তিপুর মুখরিত, কবির কথায়, তখন প্রেমেব বন্যায় "শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়।" এই আনন্দ-নৃত্যে কযেক দিবস অতিবাহিত করিয়া প্রভু মাতা ও ভক্তবৃন্দের নিকট বিদায় গ্রহণ করতঃ নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন।



অন্ত্যলীলা।

নীলাচল চন্দ্রের ইন্দু-বদন দর্শনেব জন্য উৎকণ্ঠিত হইযা, পথে সর্ব্ব বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করিযা প্রভু পুরীব পথে অগ্রসর হইলেন। বহু পথ অতিবাহন কবিযা, তিনি তাঁহাব সমভিব্যাহারী শ্রীপাদ্ নিত্যানন্দ, পণ্ডিত জগদানন্দ, দামোদর পণ্ডিত ও মুকুন্দ দত্ত, এই চাবি জনকে লইযা স্বচ্ছন্দে বেমুণায উপস্থিত হইলেন। তথায প্রেমানন্দে যামিনী যাপন কবিযা তাঁহাবা বেমুনা ও কটকের মধ্যবর্ত্তী স্থান যাজপুরে আসিলেন। তথা হইতে শ্রীসাক্ষীগোপাল দর্শনে গমন করিলেন। পর দিন কমলপুরে উপস্থিত হইযা মহাপ্রভু ভার্গ নদীতে স্নান-দানাদি সমাধা পূর্ব্বক কপোতেশ্বর দর্শনে গমন করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ এই স্থানে প্রভুর সন্ন্যাসের চিন্ ও সম্বল দণ্ড

খানিকে ভগ্ন করিয়া নদী জলে ভাসাইয়া দিলেন, তদবধি সেই নদী "দণ্ডভাঙ্গা" নামে খ্যাত হইল। কপোতেশ্বর দর্শন করিয়া মহাপ্রভু আবার চলিলেন। কমলপুর হইতে কিয়দ্দূর যাইতেই পুরীর মন্দিরের চূড়া সকল নয়নে উদ্ভাসিত হইল, আর সেই এত দিনের অভীষ্ট বস্তু দর্শনে মহাপ্রভু প্রেমাবেশে হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। এইরূপ ভাবাবেশে পুরী প্রবেশ করিয়া প্রভু চকিতের মধ্যে শ্রীজগন্নাথের সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং লম্ফ দিয়া যেমন শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শ করিলেন, অমনি প্রেমবিহ্বলিত হইয়া ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। দৈব-যোগে সেই সময় ভুবনবিখ্যাত, নদীয়ার গৌরবরবি, বাসুদেব সার্ব্বভৌম তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেই নবীন সন্ন্যাসীর অপূর্ব্ব প্রেমবিকাশ ও অলৌকিক ভাবাবেশ দেখিয়া অজ্ঞাতসারে

প্রভুকে প্রাণ সমর্পণ করিলেন। তাই যত্ন পূর্ব্বক জগন্নাথের পবিকবগণদ্বাবা বহন কবাইয়া প্রভুকে নিজ বাস ভবনে লইযা আসিলেন। সগোষ্ঠী শ্রীচৈতন্য কিছু দিন সার্ব্বভৌমের বাটীতেই অবস্থান করিলেন। নিমাইযের মধুর সঙ্গে বেদান্তবাদী শত শত সন্ন্যাসীর গুরু, নদীযার পণ্ডিত কুলববি সার্ব্বভৌমের মন ভক্তিপথে ধাবিত হইল এবং শেষে শ্রীপ্রভুকে বেদান্তমতে শিক্ষা দিতে যাইযা তিনি স্বযংই ভক্তি বসে গলিযা যান ও প্রভুর ষড়ভুজ মূর্ত্তি দর্শনে স্তব করেন। সেই স্তবাবলী "চৈতন্য-শতক" নামে আজিও ভক্তেব হৃদযে ভক্তির উচ্ছ্বাস আনিযা দিতেছে।

এইরূপে পণ্ডিতকুলশেখর সার্ব্বভৌম বিজিত হইলে ক্রমে বহু সন্ন্যাসী, দণ্ডী, মায়াবাদী পণ্ডিত ও অবিশ্বাসী অনেকেই নির্ব্বিচারে শ্রীগৌরাঙ্গপদে

দাক্ষিণাত্য পথে

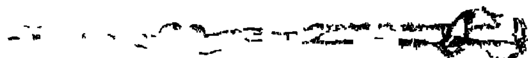


'কৃষ্ণদাস নামে এই সরল ব্রাহ্মণ
ইহা সঙ্গে করি লহ ধর নিবেদন ,
জল পাত্র বস্ত্র বহি তোমার সঙ্গে যাবে
যে তোমার ইচ্ছা কর কিছু না বলিবে ।'

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত



আত্মসমর্পণ করেন। এমতে নীলাচলে দুই মাস প্রেমানন্দে অতিবাহিত হইলে পর প্রভু এক দিন দক্ষিণ অঞ্চল ভ্রমণে ইচ্ছা প্রকাশ কবতঃ ভক্তগণের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ কবিলেন, এবং শীঘ্র প্রত্যাগমন কবিবেন, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইযা একমাত্র কৃষ্ণদাস নামক জনৈক ভক্তিমান বিপ্রকে সঙ্গে লইযা ১৪৩২ শকেব (১৫১৯ খ্রীঃ অঃ) বৈশাখ মাসে দাক্ষিণাত্য উদ্ধার কবিতে যাত্রা করিলেন, পথে অচিন্তনীয় পবমাদ্ভুত,অলৌকিক ঐশীশক্তি প্রকাশ কবিযা প্রভু দেহ চেষ্টাদি বিরহিত হইযা নিতান্ত দীনবেশে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যখন তিনি কূর্ম্মতীর্থে উপনীত হইলেন, তখন বাসুদেব নামে একজন মহাব্যাধিগ্রস্ত ভক্তিমান ব্রাহ্মণ আসিযা প্রভুর শরণাপন্ন হইলেন। দযালঠাকুর তাঁহাকে নিতান্ত কাতর দেখিযা সেই পুতিগন্ধময, কীডা-



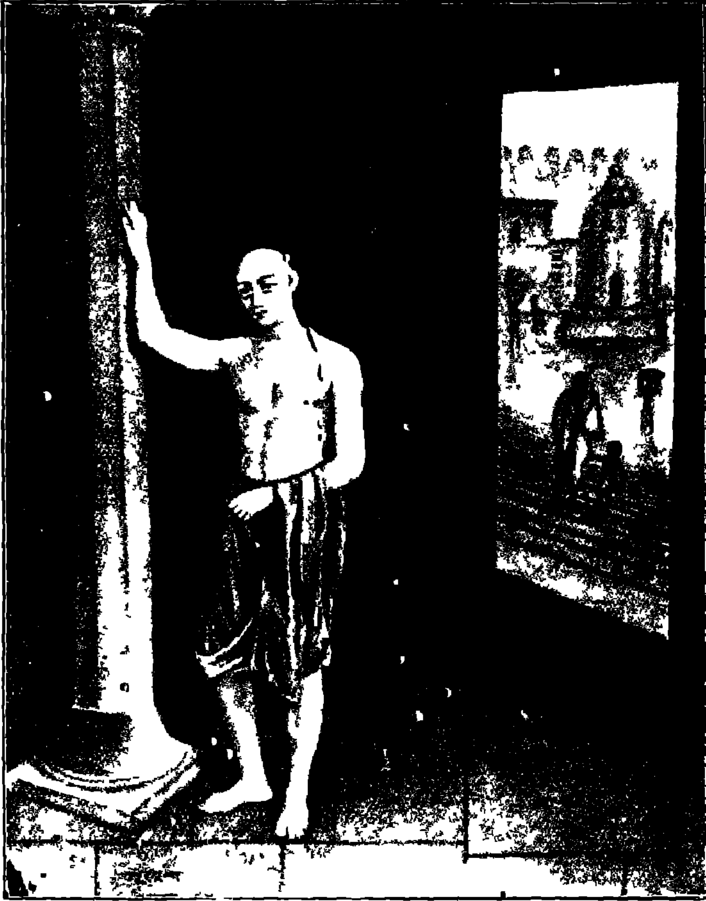
সঙ্কুল ক্ষতবিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে গাঢ় আলিঙ্গন প্রদানে ধন্য করিলেন। ব্রাহ্মণও দেবদুর্লভ শ্রীঅঙ্গের স্পর্শসুখ প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ দিব্য দেহ লাভ করতঃ প্রভুর চরণে আত্মবিক্রয় করি-লেন। এইরূপে অবিচারে পতিত, অধম, দুর্জ্জন, কাঙ্গাল সকলকে সমভাবে কৃপাপূর্ব্বক উদ্ধার করিয়া প্রভু জিয়ড় নৃসিংহাদি তীর্থ দর্শন করিয়া ক্ষীণসলিলা গোদাবরী তীরে উপনীত হইলেন। পরে গোদাবরী পার হইয়া রাজমাহীন্দ্রপুরে গমন করিলেন এবং তথায় রসিকশেখর রামানন্দের সহিত মিলিত হইলেন। রামানন্দের মধুর সঙ্গে দশরাত্রি অতিবাহিত করিয়া এবং তাঁহাকে আপ-নার ভুবনানন্দ মঙ্গলময় রূপ প্রদর্শন করিয়া মহাপ্রভু পুনরায় তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। পূর্ব্বের ন্যায় নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রভু যে পথে চলিতে লাগিলেন, তাঁহার চতুঃপার্শ্বস্থ

গ্রামে অমনি অনুভবনীয ভাবে প্রেমেব ঝটিকা বহিতে লাগিল, যে কেহ তাঁহাব দর্শনলাভ কবি-লেন, তিনিই প্রেমে মত্ত হইলেন, আবাব তাঁহাকে যিনি দর্শনলাভ কবিলেন, তিনিও প্রেমে মত্ত হইলেন. আবাব তাঁহাকে যিনি দর্শন বা স্পর্শ কবিলেন, তাঁহাবও ঐরূপ অবস্থা হইল। এই-রূপে সমগ্র দাক্ষিণাত্যে অল্পকালের মধ্যে হবিনাম প্রচাবিত হইল। প্রভু রামানন্দের নিকট বিদায লইযা মল্লিকার্জ্জুনীতীর্থ, অহোবল, সিদ্ধিবট, স্কন্দক্ষেত্র, ত্রিমট, বৃদ্ধকাশী, ত্রিপদিমল্ল, বেঙ্ক-টার, পানানৃসিংহ, শিবকাঞ্চি, বিষ্ণুকাঞ্চি, ত্রিমল্ল প্রভৃতি স্থান পবিভ্রমণ কবিতে লাগিলেন ও বহুতর বামাযিৎ, বামানুজ, শিব, বৌদ্ধ, দণ্ডী প্রভৃতিকে উদ্ধার করিযা ক্রমে কাবেরী তটে উপনীত হইলেন, তথায অবগাহন করিযা শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে প্রবেশ কবিলেন, এখানে বেঙ্কট

ভট্ট নামে একজন ভক্তের গৃহে রহিয়া তিনি চাতুর্ম্মাস্য ব্রত উদ্‌যাপন করিলেন। অনন্তর ঋষভ পর্ব্বতে পরমানন্দ পুরীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কামকোষ্ঠি, দক্ষিণ মথুরা, মহেন্দ্র শৈল, সেতুবন্ধ ফল্গুতীর্থ, পক্ষাপশ্বরা, দ্বৈপায়নী, কোলাপুর, পাণ্ডুতীর্থ, মলয় পর্ব্বত প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া মল্লার দেশে উপনীত হয়েন। এখানে ভট্টমারী সম্প্রদায়ের কয়েক ব্যক্তি শ্রীপ্রভুর সঙ্গী কৃষ্ণদাসকে প্রলোভিত করে, প্রভু তাহাদের মায়া হইতে তাহার উদ্ধার করেন। ক্রমে মান্দ্রাজ অঞ্চল হইতে নর্ম্মদা তীরে বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়া, তিনি বোম্বাই প্রদেশস্থ সোলাপুরে উপনীত হয়েন। এখান হইতে তিনি দ্বারকা গমন করেন, পরে পম্পা সরোবর, তাপ্তি নদী, ঋষ্যমুক, দণ্ডকারণ্য, পঞ্চবটী, ও নাসিক, ত্র্যম্বক, ব্রহ্মগিরি, কুবাবর্ত্ত প্রভৃতি পরিভ্রমণ করিয়া রামানন্দের

সহিত পুনর্ম্মিলিত হয়েন, তথা হইতে পূর্ব্বপথে আলাল নাথে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, এই আলাল-নাথ হইতে প্রভু সমভিব্যাহারী কৃষ্ণদাসকে নীলাচলে প্রেরণ কবিলেন। নিত্যানন্দাদি তাঁহার আগমনবার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া মহাকুতূহলে তথায় আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। প্রভুও তাঁহাদের প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে কীর্ত্তনরঙ্গে নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শত শত যোজন পথ, অরণ্য, প্রান্তর গিরি, নদী আদি অতিক্রম করিয়া এবং পথিমধ্যে শৈব, বামাৎ, বৌদ্ধ, এমন কি মুসলমান, পাঠান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ী ও ধর্ম্মাবলম্বী সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া এক বৎসব আট মাস ষডবিংশতি দিন পরে (১৫১১ খ্রীঃ ১৪৩৩ শকে) ৩রা মাঘ তারিখে পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। প্রত্যাবর্ত্তনান্তে

কাশীমিশ্রের ভবনে রহিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচলবাসী অসংখ্য ভক্তবৃন্দের সহিত মিলিত হইলেন এবং তাঁহাদের ভক্তিপূর্ণ পূজাদি গ্রহণ করতঃ তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিলেন। এখানেই শ্রীচৈতন্যলীলার অর্দ্ধপাত্র শিখি মাইতি রামানন্দের পিতা ভবানন্দ ও তাঁহার আর চারি পুত্র, প্রদ্যুম্ন মিশ্র এবং দুই পূর্ণপাত্র স্বরূপ দামোদর ও রামানন্দের সহিত প্রভুর মিলন হয়। শ্রীপাদ্ অদ্বৈতপ্রভু মহাপ্রভুর প্রত্যাগমনের কুশল-বার্ত্তা পাইয়া মহাহ্লাদে মহোৎসবে রত হইলেন, পরে তিনি সমাগত ভক্তগণের ঐকান্তিক ঔৎসুক্যে বিচলিত হইয়া শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আদেশ লইয়া, মুরারী, হরিদাস প্রভৃতি বহু স্ত্রীপুরুষ ভক্ত সহ ভিব্য'হারে রথযাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য স্মরণ পূর্ব্বক প্রভুমিলনে নীলাচল উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। নীলাচলে প্রাণাধিক



মহাপ্রভুর শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন

'মুখখানি পূর্ণিমার শশী কিবা মন্ত্র জপে,
বিম্ব বিডম্বিত ঠোঁট কেন সদা কাঁপে।"—নয়নানন্দ,

॥চৈতন্য

প্রিয় প্রভুকে প্রাপ্ত হইযা ভক্তগণ সংকীর্ত্তনানন্দে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে রথযাত্রার কাল আসিযা উপস্থিত হইল। ঐদিন প্রভু প্রত্যুষে স্নানাদি সমাপন করিযা ভক্তবৃন্দ সঙ্গে রথযাত্রা দর্শনে গমন করিলেন। সেই সুসজ্জিত পতাকাদি শোভিত শ্রীশ্রীজগন্নাথ বিরাজিত অপূর্ব্ব রথশ্রী দর্শনে প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইযা নৃত্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে বাহ্যজ্ঞান বিরহিত হইয়া ভূলুণ্ঠিত হইলেন। এই সমযে উৎকলাধিপতি রাজা প্রতাপরুদ্র, (যিনি বিষযী বিধায় বহু চেষ্টাতেও এতাবৎ প্রভুর কৃপালাভের সমর্থ হযেন নাই), দীন বৈষ্ণববেশে তথায গমন করিযা বাহ্য জ্ঞান বিরহিত প্রভুর পাদ সম্বাহন করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং শ্রীমদ্ভাগবৎ হইতে সমযোচিত এক শ্লোক পাঠ করিলে প্রেমের পাগল ঠাকুরটী ভাগবৎ শ্রবণে

বাহু পাইয়া ও উল্লসিত হইয়া রাজাকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন। এইরূপ নানা মহোৎসবে রথযাত্রা সমাপ্ত হইলে গৌড়ীয় ভক্তগণ কার্ত্তিক মাহার উত্থান দ্বাদশী পর্য্যন্ত নীলাচলে বাস করিলেন, পরে শ্রীপ্রভুর আদেশে ক্রমে সকলে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কেবল মাত্র গঙ্গাধর পণ্ডিত, হরিদাস ঠাকুর, পরমানন্দপুরী, স্বরূপ, দামোদর প্রভৃতি দশ জন প্রভুর নিকট রহিলেন। ক্রমে তিন বৎসর অতিবাহিত হইল। গৌড়ীয় ভক্তগণও প্রতিবৎসর প্রভুদর্শনে নীলাচলে আসিতে লাগিলেন। এই তৃতীয় বৎসরে প্রভু যখন ভক্তগণকে বিদায় দিতে উদ্যত হইলেন, তখন তিনি শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রতি আদেশ করিলেন যে, প্রতিবৎসর নীলাচলে না আসিয়া তিনি গৌড়ে রহিয়া আচণ্ডালে নাম বিলাইবেন। প্রভু এইরূপে আরও ২ বৎসর কাল নীলাচলে

অবস্থিতি করিলেন। অনন্তর সার্ব্বভৌমাদি ভক্তগণের সম্মতিক্রমে গৌড় হইয়া শ্রীবৃন্দাবন যাইবেন, এরূপ স্থির করিয়া বিজয়া দশমীর দিন প্রভাতে প্রভু নীলাচল চন্দ্রের ইন্দুবদন দর্শন করিয়া শুভযাত্রা করিলেন। পরে কটকে আসিয়া সপরিবার প্রতাপরুদ্রকে কৃতার্থ করিয়া প্রভু নীলাচল ত্যাগ করিয়া গৌড়াভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং কিছুদিনে শ্রীপাট খড়দহের নিকট-বর্ত্তী পাণিহাটী গ্রামে রাঘব পণ্ডিতের আলয়ে উপনীত হইলেন। এই রাঘব প্রভুর এক জন অতি প্রিয়ভক্ত ছিলেন। এখান হইতে তিনি শ্রীবাস পণ্ডিতের কুমারহট্টস্থ নূতন ভবনে উপ-স্থিত হইলেন। কুমারহট্ট (বর্ত্তমান হালিসহর গ্রাম) শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান, তাই এখানে আসিয়া প্রভু দুর্লভ জ্ঞানে কুমারহট্টের ধূলি-রেণু উত্তরীয় অঞ্চলে বাঁধিতে লাগিলেন। ভক্তপ্রধান

ভাগ্যবান্ শ্রীবাসকে কৃতার্থ করিয়া ভক্তগতপ্রাণ প্রভু কাঞ্চনপল্লীর (বর্ত্তমান কাঁচড়াপাড়া) শিবানন্দের ভবনে গমন করিলেন। তথা হইতে উক্ত গ্রামবাসী বাসুদেবের বাটী গমন করিলেন। এই যে প্রভু নীলাচল হইতে শত শত ক্রোশ পথ অতিবাহন করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, সে একাকী আসিতেছেন না, যে অপূর্ব্ব শক্তি প্রকাশ করিয়া তিনি দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি হরিনাম-প্লাবিত করিয়াছিলেন, এই সমগ্র পথেও সে শক্তির পূর্ণ বিকাশ করিয়া চলিতেছেন, আর তাঁহার সঙ্গে সংখ্যাতীত জনপ্রবাহ এক মহা আকর্ষণের বলে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেছে। শ্রীপ্রভু কাঞ্চনপল্লী ত্যাগ করিয়া নৌকাযোগে শান্তিপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন, আর অমনি অসংখ্য লোক কূলে কূলে তাঁহার অনুসরণ করিল। এইরূপ অসংখ্য ভক্ত পরিবেষ্টিত

শ্রীশ্রীঅদ্বৈতের প্রাণনাথ শান্তিপুরে অদ্বৈত-মন্দিরে শুভাগমন করিলেন। বহুদিন পরে চিরবাঞ্ছিত হারানিধিকে পাইয়া অদ্বৈতাদি ভক্তগণের যে মহানন্দ জন্মিল তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা নাই। শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপচন্দ্র, শচীদুলাল, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভ নদীয়ার সর্ব্বস্ব প্রভু নবদ্বীপের একাংশ বিদ্যানগরে আসিয়া উপনীত হইলেন। আর কিছু দিন এই চিরপ্রিয় ভূমিতে শান্তিতে থাকিবার মানসে গোপনে সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা বাচস্পতির গৃহে উপনীত হইলেন। বাচস্পতিগৃহদ্বারে বৈকুণ্ঠনায়ক অতিথি প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে দিশেহারা হইলেন, আর পুলকপূরিত অঙ্গে গোপনে প্রভুর সেবায় রত হইলেন। ক্রমে যখন প্রভুর নবদ্বীপ আগমন বার্ত্তা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল, তখন দলে দলে লোক সকল আসিয়া বাচস্পতির গৃহ-প্রাঙ্গণ পূর্ণ করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে প্রাঙ্গন পূর্ণ হইয়া গেল। তখন সকলে নিকটবর্ত্তী রাস্তা ও মাঠে সমবেত হইতে লাগিল। ক্রমে যখন তাহাতেও স্থান সংকুলান হইল না, তখন লোকে অপথ, বন, জঙ্গল, বৃক্ষশাখা প্রভৃতিতে স্থান গ্রহণ করিল। এইরূপে বিদ্যা-নগরে যখন মহাজনতা হইল, তখন লীলাময় প্রভু বাচস্পতির গৃহত্যাগ করিয়া গঙ্গার তটস্থ ফুলিয়া-গ্রামে মাধবদাসের বাটী যাইয়া উপনীত হইলেন। এই ফুলিয়াতেই পরম ভাগবত দেবানন্দ ঠাকুরের অপরাধ ভঞ্জন হয়। তিনি পূর্ব্বে মায়াবাদী ছিলেন, এবং শ্রীমদ্ভাগবতের ভক্তিহীন ব্যাখ্যা করিতেন। প্রভুর নবদ্বীপ বাসকালে দেবানন্দকে তিনি এ বিষয়ে উপদেশ দিলেও মোহান্ধ দেবানন্দ প্রভুকে চিনিতে না পারিয়া তাঁহার কথা অবহেলা করিয়াছিলেন। এক্ষণে ভক্ত শিরোমণি বক্রেশ্বরের কৃপায় দেবানন্দ নিজের ভ্রম বুঝিতে

পারিয়া প্রভুব চবণে শরণ লইলেন। দযাময প্রভুও তাঁহার সর্ব্ব অপবাধ ক্ষমা করিযা,তাঁহাকে আপনাব সুশীতল বক্ষে গ্রহণ কবিলেন। দেবানন্দ তখন শুদ্ধমতি হইযাছেন, সুতবাং আপনাব সুখাপেক্ষা পবের সুখেব প্রতি তখন তাঁহাব দৃষ্টি সমধিক, তাই প্রভুর এই কথায় সাহস পাইযা বব প্রার্থনা করিলেন যে, "যে কেহ এই ক্ষেত্রে আসিযা অপবাধ স্বীকারপূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা কবিবে,প্রভু যেন অবিচারে তাঁহাব অপবাধ ভঞ্জন কবেন।" প্রভুও ভক্তিমান্ দেবানন্দের প্রার্থনায় তাঁহার অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। তদ-বধি ফুলিযা "অপরাধ ভঞ্জনেব পাট" বলিয়া খ্যাত হয়। কিন্তু কলির জীবেব এমনি দুর্ভাগ্য যে, এই শ্রীপাটের নিদর্শন নবদ্বীপের সন্নিকটে কোথাও পাওয়া যায না, বুঝি গঙ্গাদেবী এই লোভময় পবিত্র তীর্থেব মায়া ছাড়িতে না পারিযা

আপনার পবিত্র বক্ষে উহাকে রক্ষা করিতেছেন। এই ফুলিয়া গ্রামেই শ্রীপ্রভু আত্মজনের নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করেন। এই স্থানেই শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তাঁহার সহিত মিলিত হয়েন এবং ত্রিলোক পূজ্য স্বামীর স্নেহের শেষ নিদর্শন-স্বরূপ তাঁহার শ্রীপদের কাষ্ঠপাদুকা যোড়াটী প্রাপ্ত হয়েন। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীপ্রভুর আদেশ ক্রমে তাঁহার শ্রীবিগ্রহ মূর্ত্তি স্থাপনা করেন। বিষ্ণুপ্রিয়া-স্থাপিত এই মূর্ত্তি অদ্যাপি নবদ্বীপে বিদ্যমান আছেন। ফুলিয়া হইতে মহাপ্রভু গঙ্গার তীরে তীরে রামকেলী গ্রামে উপস্থিত হইলেন। এই রামকেলী গ্রাম তদানীন্তন বঙ্গের রাজধানী গৌড়ের এক অংশবিশেষ। পাঠানবংশীয় সৈয়দ হুসেন শাহা তখন এখানে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। এই হুসেন শাহের রাজ-কীয় সভায় রূপ ও সনাতন নামে দুই ভ্রাতা

"দবির খাস্ ও সাকর মল্লিক" পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই দুই ভ্রাতাব রাজ-সংসারে যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। ইঁহারা সতত মুসলমান সহবাসে যাবনিক ভাব প্রাপ্ত হইলেও পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ বিলক্ষণ ভক্তিমান্ ছিলেন। প্রভু ইঁহাদিগকে উদ্ধার করিয়া গৌড় হইতে শান্তিপুরে অদ্বৈত-ভবনে গমন করিলেন। তথায় কিয়দ্দিবস অতিবাহিত করিয়া পরিশেষে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন কবিলেন। এখানে বর্ষার চারিমাস অতিবাহিত করিয়া, তিনি একদা বলভদ্র নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া রাত্রিশেষে গোপনে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। ইচ্ছাময় প্রভু লোকচক্ষু হইতে অন্তরালে থাকিবার মানসে বিপথে শ্বাপদ-শঙ্কুল দুর্গম অরণ্য-মধ্য দিয়া গমন করতঃ অবশেষে কাশীধামে উপনীত হইলেন এবং তদীয় পুরাতন ভক্ত তপন মিশ্রের ভবনে কয়েক দিবস অতি-

বাহিত করিলেন। পরে তদানীন্তন কাশীর জগৎগুরু, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত,দণ্ডী সন্ন্যাসীর রাজা, দ্বিতীয় বিশ্বেশ্বরের ন্যায় মহামান্য প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সহিত সে যাত্রা সাক্ষাৎ না করিয়াই, শ্রীবৃন্দাবন-দর্শনে অত্যন্ত ব্যগ্র হইযা মথুরাভিমুখে ছুটিলেন এবং শীঘ্রই প্রয়াগে আসিয়া উপনীত হইলেন। এই বৃন্দাবন-যাত্রার পথে প্রভু যাহাকে পাইতেছেন,তাহাকেই অকাতরে প্রেম বিলাইয়া চলিতেছেন; অর্থাৎ দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে যে অপূর্ব্ব শক্তির বিকাশ করিয়াছিলেন, এখানেও সেইরূপ করিলেন। এইরূপে পথে প্রেম বিলাইয়া ও স্বয়ং 'ভাবাতিশয্যে বাহ্য-বিরহিত হইযা প্রভু টলিতে টলিতে বৃন্দাবন উদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন, এক্ষণে সম্মুখে চিরাভিলষিত, চিরাকাঙ্ক্ষিত শ্রীযমুনাদর্শনে প্রভু প্রেম-বিহ্বল হইয়া যমুনায় ঝম্প প্রদান করি-

লেন। এইরূপ যেখানে যেখানে যমুনাদর্শন পাইলেন, সেই স্থানে মহাকুতূহলে জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন। এইরূপ প্রেমে অচেতন হইয়া প্রভু মথুরায় আসিয়া উপনীত হইলেন এবং তথা হইতে ক্রমে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, যে বৃন্দাবনের নাম মাত্র শ্রবণে প্রভুর মূর্চ্ছা হয়, যাহার ধূলিরেণু পাইলে দুর্লভ জ্ঞানে মহানন্দে প্রভু কালাতিপাত করেন, বহুদিন হইতে যেখানে আসিবার জন্য তিনি উন্মত্ত, আজ সেই মধুর শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া যে প্রেমের ঝটিকা প্রবাহিত করিলেন, তাহা বর্ণনাতীত। মুক্তি ছার পরমারাধ্য পরম ভাগবত শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতি ভক্তগণ সে ভাবের কথঞ্চিৎ আভাস দিয়াছেন মাত্র। ক্রমে, কৃষ্ণপ্রেমে তন্ময় হইয়া প্রভু চৌরাশী ক্রোশ পরিমিত বৃন্দাবন পরিক্রমণায় রত হইলেন, এবং লুপ্তপ্রায়

মহাতীর্থগুলি এক একটী করিয়া প্রকাশ করিলেন। আজ যে বিশাল পুরীকে আমরা শ্রীবৃন্দাবন বলিয়া পূজা করিযা থাকি, তাহা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রকাশিত।

বৃন্দাবনে কিছু দিন বাস কবিযা ইচ্ছাময প্রভু পুনরায প্রযাগে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পথিমধ্যে কতকগুলি পাঠানকে কৃষ্ণনাম দিযা উদ্ধার করিলেন। এই ভাগ্যবান্ পাঠানগণ প্রভুর কৃপায় মহাভাগবত হইযা সর্ব্বত্র কৃষ্ণনাম প্রচার করিতে লাগিলেন এবং ইহাবা পাঠান গোঁসাই নামে খ্যাত হইলেন। এইরূপে পথে হরিনাম নিধি বিলাইয়া শ্রীপ্রভু প্রয়াগে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, শ্রীরূপ গোস্বামী আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন ; সনাতন শ্রীপ্রভুর শ্রীচরণরেণু লাভ পর্য্যন্ত রাজকর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন। রূপ শ্রীপ্রভুর বৃন্দাবন-যাত্রার সংবাদ পাইয়া

আপনার সমস্ত সম্পদাদি বৈষ্ণবগণকে বণ্টন পূর্ব্বক প্রভুমিলনে যাত্রা করেন এবং বহুপথ পর্য্যটন করতঃ প্রয়াগে আসিলে তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। প্রভু রূপকে সঙ্গে লইয়া এখান হইতে কাশীধামে উপনীত হয়েন। কাশীধাম তখন মায়াবাদী সন্ন্যাসী ও দণ্ডীগণের রাজ্য এবং প্রকাশানন্দ স্বামী সেই রাজ্যের রাজা, তাঁহার শিষ্যসংখ্যা তখন দশসহস্র, আবার এই দশসহস্র শিষ্যের প্রত্যেকের দুই, চারি, দশটী করিয়া চেলা; সুতরাং প্রকাশনন্দকে তাৎকালীন সন্ন্যাসি-শিরোমণি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই সন্ন্যাসিপ্রধান কাশীধামে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য পুনরাগমন করিয়াছেন, এই সংবাদে কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসীগণ নানামতে সর্ব্বত্র তাঁহার নিন্দা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। প্রভুর ভক্ত-গণ এই নিন্দাবাদে যৎপরোনাস্তি কষ্ট অনুভব

করিলেন এবং পরিশেষে সকলে যুক্তি করিয়া একদিন তাঁহাদেরই একজনের বাটীতে কাশীর সমস্ত সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন করিলেন। সে সভায় তাঁহারা প্রভুকে আহ্বান করিলেন, কেননা তাঁহাদের মনে দৃঢ় প্রতীতি ছিল যে, একবার মাত্র শ্রীপ্রভুর চন্দ্রবদন দর্শন করিলে ও তাঁহার সহিত মিলিত হইলে তাঁহাদের আর সে ভাব কিছুতেই থাকিবে না। ক্রমে সকল সন্ন্যাসী সমবেত হইলে প্রকাশানন্দ স্বামী আসিয়া সভারোহণ করিলেন এবং শ্রীচৈতন্যর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে প্রভু যখন শুনিলেন, সভায় দশসহস্রের উপরও সন্ন্যাসী সমবেত হইয়াছেন, এবং সকলে তাঁহার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন, তখন অতি দীনবেশে সনাতনাদি চারি জন মাত্র সঙ্গী সমভিব্যাহারে সভায় উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসীগণ এতাবৎ প্রভুর নিন্দা করিয়া বেড়াইলেও

কখন তাঁহাকে দর্শন করেন নাই, এবং মনে করিয়াছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভারতী বুঝি তাঁহাদেরই মত একজন দাম্ভিক পুরুষ—হয তাঁহাদের অপেক্ষাও দাম্ভিক, কিন্তু যখন তাঁহারা প্রভুর দীনাতিদীন মূর্ত্তি ও সকরুণ দৈন্যবেশ দেখিলেন, এবং তাঁহার বিনয়নম্র বচন-সুধা পান করিলেন, তখন তাঁহাদের মনে হইতে লাগিল যে,এই নিরহঙ্কার দেবদুর্লভ পুরুষটীকে অনর্থক হিংসা করিযা ভাল কার্য্য করেন নাই। আবার যখন পরম পণ্ডিত প্রভু শাস্ত্রযুক্তি অনুসারে তাঁহাদের সমস্ত কুতর্কজাল খণ্ডন করিয়া, মাযাবাদের অসারত্ব প্রতিপাদন পূর্ব্বক বিশুদ্ধ মত এবং ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিলেন, তখন তাঁহার অপূর্ব্ব বিচার-শক্তি, অলৌকিক ভূয়োদর্শন এবং অসামান্য পাণ্ডিত্য দেখিয়া সকলে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন। পাণ্ডিত্যাগ্রগণ্য, সুকোমল-চরিত্র

প্রকাশানন্দনও প্রভুর প্রেম-ভক্তিপূর্ণ শাস্ত্র-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিযা একেবারে মুগ্ধ হইযা পডিলেন এবং ভাবাতিশয্যে প্রভুর চরণে শরণ লইলেন। এই প্রকাশানন্দনই,প্রভুর কৃপাকণা লাভ করতঃ উত্তর কালে বৈষ্ণব-জগতে ভক্ত-শিরোমণি প্রবোধানন্দ নামে খ্যাত হয়েন। এই মহাপণ্ডিত শ্রীপ্রভুব গুণাবলী স্মরণ করিয়া যে সুমধুর স্তবাবলী রচনা করিয়াছেন, তাহাই "চৈতন্য চন্দ্রামৃত" নামে খ্যাত।

এইরূপে কাশীতে হরিনামের ধ্বজা উত্তোলন করিয়া এবং প্রবোধানন্দ, সনাতনাদিকে দীক্ষা প্রদানপূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবনে ধর্ম্মপ্রচারার্থ প্রেরণ করিয়া, শ্রীপ্রভু পুনরায় নীলাচলে যাত্রা করিলেন, এবং তিনি তথায় উপস্থিত হইলে স্বরূপ-দামোদর এ সংবাদ গৌড়ে প্রেরণ করিলেন। গৌড়ীয় ভক্তগণও পূর্ব্বের ন্যায় শচীমাতার অনুমতি গ্রহণ

করিয়া প্রতিবৎসব রথযাত্রার পূর্ব্বে নীলাচলে আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিতে লাগিলেন। নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তের পর হইতেই ক্রমে ক্রমে প্রভু নিশিদিন বাহ্য বিরহিত হইয়া মহাভাবসাগরের অতলগর্ভে নিমজ্জিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে যতই দিন গত হইতে লাগিল, শ্রীপ্রভুর প্রেমবৈকল্যও ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এ অবস্থা অধিক দিন স্থায়ী হইল না। প্রেমোম্মাদ অবস্থা ক্রমেই অধিক বর্দ্ধিত হওয়ায় শ্রীপ্রভু আর প্রায় কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেন না। এই সময়ে তাঁহার প্রেমবিকারজনিত নানা প্রকার অদ্ভুত ও অপূর্ব্ব স্বাত্বিকভাব প্রকাশিত হইতে লাগিল। স্বরূপ-দামোদরাদি ভক্তগণ এক দিন প্রভুকে গৃহে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার অনুসন্ধানে জগন্নাথের সিংহদ্বার সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, শ্রীপ্রভু বাহ্যবিরহিত অবস্থায় ধরাশায়ী রহিয়াছেন।

শরীর নিস্পন্দ—নাসিকার শ্বাস প্রশ্বাসেব লক্ষণ মাত্রও অনুভূত হইতেছে না,—হস্তপদাদির সমুদয় গ্রন্থি শিথিল হওযায় শরীর অত্যন্ত দীঘল হইয়াছে—কেবল চর্ম্মাচ্ছাদিত রহিয়াছে মাত্র। প্রভুর এইরূপ অবস্থা দেখিযা ভক্তগণ মহাশোকে হাহাকার করিযা উঠিলেন—

স্বরূপ গোসাঞি তবে উচ্চ করিযা।
প্রভুর কাণে কৃষ্ণনাম কহে ভক্তগণ লঞা॥
বহুক্ষণে কৃষ্ণ নাম হৃদযে পশিল।
হরিবোল বলি প্রভু গর্জ্জিযা উঠিল॥

অপর এক দিবস আচম্বিতে কৃষ্ণবেণু গান শ্রবণ করিযা ভাবাবেশে শ্রীপ্রভু দক্ষিণ সিংহদ্বারে যাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পারিলেন। ভক্তগণ যাইয়া দেখিলেন যে, প্রভুর সেই সুদীর্ঘ শ্রীঅঙ্গ কুষ্মাণ্ডাকার ধারণ করিয়াছে। হস্তপদাদি যাবৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে; তখন

সকলে মিলিয়া সেই বরবপু বহন করত গৃহে আনিলেন। আর—

উচ্চ করি শ্রবণে করে নাম-সংকীর্ত্তন।
অনেক ক্ষণে মহাপ্রভু পাইল চেতন॥”

অপর এক নিশিতে প্রভুর প্রেমোন্মাদ সাতিশয় বর্দ্ধিত হওয়ায়, চন্দ্ররশ্মি-বিভাসিত, চাকচিক্যময়, তরঙ্গায়িত-সুনীল পয়োধিবক্ষ দর্শনে হৃদয়ে রাধাকৃষ্ণের জলকেলি-স্ফূর্ত্তি হওয়ায়, যমুনা-ভ্রমে তিনি সমুদ্রবক্ষে ঝম্পপ্রদান করেন। এ দিন ভক্তগণ বহু অনুসন্ধানেও যখন প্রভুর কোন সংবাদ পাইলেন না, তখন প্রভু বুঝি অন্তর্ধান করিলেন, এই মনে করিয়া সকলে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। এই সময় স্বরূপ-দামোদর এক জন ধীবরকে হরিধ্বনি করিয়া উন্মত্তভাবে নৃত্য করিতে দেখিয়া, সন্দিহান হইয়া ঐ ধীবরকে শ্রীপ্রভুর বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। যথা চৈতন্যচরিতামৃতে—

"কহ জালিয়া ঐ দিকে দেখিলে এক জন।
তোমার এই দশা কেন কহ ত কারণ॥
জালিয়া কহে ইহা এক মনুষ্য না দেখিল।
জাল বাহিতে এক মৃত মোর জালে আইল॥
বড় মৎস্য বলি আমি উঠাইনু যতনে।
মৃতকে দেখিতে মোর ভয় হইল মনে॥
জাল খশাইতে তার অঙ্গ স্পর্শ হইল।
স্পর্শ মাত্র সেই ভূত হৃদয়ে পশিল॥
ভয়ে কম্প হৈল মোর নেত্রে বহে জল।
গদ গদ বাণী মোর উঠিল সকল॥
কিবা ব্রহ্মদৈত্য কিবা ভূত কহনে না যায়।
দর্শনে মাত্রে মনুষ্যের পশে সেই কায়॥

ভাগ্যবান জালিয়া যখন এইরূপে প্রভুর স্বরূপ বর্ণন করিলেন, তখন ভক্তগণ আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন, এবং সকলে দ্রুত সমুদ্রতটে যাইয়া দেখিলেন, সেই কমলাসেবিত



'অতি দীর্ঘ শিথিল তনু চর্ম্ম নটকায়।'

"পুরট-সুন্দব-দ্যুতি কদম্ব সন্দীপীত" শ্রীঅঙ্গ—

ভূমিতে পডিযা আছে দীর্ঘ শব কায।
জলে শ্বেত তনু বালু লাগিয়াছে গায॥
অতি দীর্ঘ শিথিল তনু চর্ম্ম লটকায়।
দূর পথ উঠাইয়া আননে না যায॥

তখন সকলে মিলিযা প্রভুর সেবায রত হইলেন। কেহ আর্দ্র কৌপীন দূর করিযা শুষ্ক বস্ত্র দিলেন,কেহ শ্রীঅঙ্গের বালুকাকণা ছাডাইতে লাগিলেন, কেহ কেহ বহির্ব্বাস পাতিয়া শয্যা প্রস্তুত করিযা, প্রভুকে সেই শয্যায় শাযিত করিলেন, এবং 'সকলে মিলিযা তখন উচ্চ হরিসংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

"কতক্ষণে প্রভু কাণে শব্দ পরশিল।
হুঙ্কার করিয়া প্রভু তবহি উঠিল॥"

উপর্য্যুপরি প্রভুর এইরূপ, প্রেমবিকার ও মহাভাব সমাধি অবলোকন করিযা ভক্তগণ

চিন্তিত হইলেন। সকলের মনে কেমন একটা আশঙ্কা জন্মিল যে, আর বুঝি তাঁহাবা তাঁহাদের প্রেমশৃঙ্খলে প্রভুকে আবদ্ধ রাখিতে পারে না; কিন্তু এই মর্ম্মগ্রন্থী ছিন্নকারী নিদারুণ কথা মনে হইলেও কেহ মুখে আনিতে পারিলেন না। তাই সকলেই আপনি আপনি মনে বুঝিযা সতর্কে প্রভুকে বক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদের এই প্রেমপূর্ণ সযত্ন অনুবন্ধনে কোন ফল হইল না কেন না ইচ্ছাময, লীলাময প্রভু যে মহৎকার্য্য সাধন করিতে গোলক ত্যাগ করিযা মর্ত্ত্যের আবিল ভূমিতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই মহাকার্য্য, অর্থাৎ "জীবে দয়া, নামে রুচি" আত্মচরিত্রে আচরণ করিয়া লোক শিক্ষা-দেওয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। সুতরাং সেই ভক্তাবতার প্রভুর এই অপূর্ব্ব প্রেমময় লীলার অবসান কাল নিকট হইয়া আসিতেছিল।

এক দিন ভক্তগণকে লইয়া বৃন্দাবনলীলারস আস্বাদন করিতে করিতে প্রভু ভাবাবিষ্ট হইয়া নীরব হইলেন এবং উঠিয়া দ্রুতপদে জগন্নাথ-দেবের শ্রীমন্দিরাভিমুখে ছুটিলেন। ভক্তগণও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। প্রভু দ্রুত-গমনে শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে, মন্দিরদ্বার আপনা হইতে রুদ্ধ হইয়া গেল। বাটীর অভ্য-ন্তরে ভোগমন্দির প্রভৃতি স্থানে দুই এক জন জগন্নাথের সেবক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা, প্রভুকে মন্দিরে প্রবিষ্ট হইযা জগন্নাথ দেবকে আলিঙ্গন করিতে দেখিলেন এবং পরক্ষণেই বাহিরে ভক্তগণের কোলাহল শ্রবণ করিয়া দ্রুত আসিয়া দ্বারমোচন করিলেন। ভক্তগণ পথ পাইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু কেহই আর প্রভুর সাক্ষাৎ পাইলেন না, তখন সকলে প্রভুর অন্তর্ধান বুঝিতে পারিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া

উঠিলেন এবং মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে এই মহাশোকের বার্ত্তা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল, এবং দেখিতে দেখিতে শ্রীমন্দির শোকাকুল ভক্তবৃন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ক্রমে এ নিদারুণ সংবাদ ভারতবর্ষীয় যাবতীয় ভক্তগণের নিকট প্রচারিত হইলে, সমগ্র ভারতবর্ষে যে মহা-শোকানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, তাহা বর্ণনা করিতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম '

সম্পূর্ণ।